বাংলাদেশ সোসাইটি অব এনেসথেসিওলজিষ্টস্-এর
৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

স্থান : হোটেল সিটি ইন, খুলনা, তারিখ : ১৩ মার্চ ২০২০

বাংলাদেশ সোসাইটি অব এনেসথেসিওলজিষ্টস্-এর ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ১৩ মার্চ ২০২০ তারিখ, দুপুর ৩.০০টায় সভাপতি ডা. দেবব্রত বনিক-এর সভাপতিত্বে হোটেল সিটি ইন, খুলনায় অনুষ্ঠিত হয়। ডা. একেএম ফাইজুল হক সভার সঞ্চালনা করেন। মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন সভাপতিসহ কোষাধ্যক্ষ ডা. এম আব্দুল হাই ও মহাসচিব ডা. কাওছার সরদার, সহ-সভাপতি ডা. আমির হোসাইন রাহাত।

শোকপ্রস্তাব : সভার শুরুতে বিএসএ এর সাংগাঠনিক সম্পাদক ডা. সারোয়ার জাহান জুয়েল শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ডা. নূরজাহান খানম, ডা. এমএ রাজ্জাক (বারডেম), সিনিয়র এনেসথেসিওলজিস্ট ডা. মোঃ ইউনুস আলী সরকার এমপি, অধ্যাপক ডা রেজাউল ইসলাম (মিটফোর্ট), ডা. মো. আহসানুল হাবীব (সাবেক মহাসচিব বিএসএ), অধ্যাপক ডা. এএনএম ফজলুল হক পাঠান (বিএসএ এর ময়মনসিংহ শাখার সভাপতি) এর মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তিতে মাগফেরাত কামনা করা হয় ও এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং শোক সন্তপ্ত পরিবাগুলোকে সমবেদনা জানানো হয়।

আলোচ্যসূচি অনুসারে সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ

১. বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উত্থাপন

ডা. মো. জাবেদ ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার লিখিত কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন। ডা. মো. সাইদুর রহমান বলেন 'এনেসথেসিয়া বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ছাড়া সোসাইটির সদস্য হওয়া যাবে না'– এই বিষয়টি পূর্নবিবেচনার অনুরোধ জানান। ডা. মো. সাইদুর রহমান বলেন বিষয়টি একটু শিথিল করে যারা কমপক্ষে পাঁচ বছর এনেসথেসিয়ায় কাজ করেছেন তাদের প্র্যাকটিস করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে কারণ তারা ট্রেনিং করে চাকুরীজীবন শেষ করেছে। বিষয়টি ভেবে দেখবেন। ডা. রাগীব মুজুরও একই কথা বলেন। মহাসচিব সদস্যপদ সংক্রান্ত বিষয়ে গত বার্ষিক সভার সিদ্ধান্ত অবহিত করেন। তিনি আরো বলেন বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী ছাড়া কোথাও পেশাগত সোসাইটির সদস্য হওয়া যায় না। মহাসচিব আরো বলেন বাংলাদেশে কতজন ডিগ্রী করা এনেসথেসিওলজিস্ট আছে তার সংখ্যা আমরা বের করতে পেরেছি। বগুড়া বিএসএ শাখার সচিব ডা. নূর আলম বিএসএ এর কেন্দ্রীয় মহাসচিবের সাথে সহমত প্রকাশ করে বলেন স্নাতকোত্তার ডিগ্রী ছাড়া এনেসথেসিয়ার প্র্যাকটিস করার অনুমতি দেওয়াও উচিত না। ডা. আবু হাসনাত মো. আহসান হাবীব বলেন যারা বিএসএ সদস্য হয়েছেন তাদের সদস্যপদ বাতিল হলে অনেক শাখা কার্যকরী কমিটি গঠন করা সম্ভব হবে না। তাই যারা সদস্য হয়েছেন তাদেরকে রেখে সামনের দিকে আগ্রসর হতে হবে। ডা. খন্দকার আল হেলাল বলেন যারা ১০ বছর ধরে এই বিষয়ে প্র্যাকটিস করছেন তাদের সদস্যপদ বাতিল করা ঠিক হবে না। ডা. আমির হোসাইন রাহাত বলেন ইতিমধ্যে গত বার্ষিক সভায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়েছে তা নিয়ে আর নতুন কোন আলোচনার দরকার নাই। অতীতে যারা সদস্য হয়েছে তাদের জন্য কোন পরিবর্তন নাই।

সভাপতি বলেন আমরা সোসাইটির একটি স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করতে চাচ্ছি। যারা ইতিমধ্যে আজীবন সদস্য হয়েছেন তাদের সদস্যপদ বাতিল হবে না তবে, যারা দীর্ঘদিন এনেসথেসিয়া বিষয়ে কর্মরত আছেন, স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী নাই এবং স্নাতোকোত্তর ডিগ্রীতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী সহযোগী সদস্য হিসেবে থাকবে। পেশার সম্মান বৃদ্ধির জন্য অথবা অন্যান্য বিষয়ের সমপর্যায়ের হতে হলে ডিগ্রী এবং নন ডিগ্রীর মধ্যে কিছু পার্থক্য রাখতে হবে, তাছাড়া নতুনরা এই বিষয়ে ডিগ্রি করতে আগ্রহ প্রকাশ করবে না। সভাপতি ডা. রাগীব মুজুরকে স্মরণ করিয়ে বলেন আন্তর্জাতিক ক্রিটিকেল কেয়ার সোসাইটির সদস্যপদ প্রাপ্তির বিষয়ে এনেসথেসিয়া ও ক্রিটিকেল কেয়ারে কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট প্রদান করতে হয়েছে। সুতরাং আমাদের উচ্চ শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সোশ্যাল মিডিয়াতে যেভাবে লেখা হয় তা যদি অন্য শ্রেণি-পেশার লোকজন দেখে আমাদেরকে তারা কিভাবে সম্মান করবে। সভাপতি বলেন গত বার্ষিক সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হওয়ায় এই বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন নাই। পরবর্তীতে প্রস্তাবনাসহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২. বিভিন্ন শাখার বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ

ক. বগুড়া শাখা

বাংলাদেশ সোসাইটি অব এনেসথেসিওলজিষ্টস্-এর বগুড়া শাখার পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন শাখা সচিব ডা. নূর আলম। বিএসএ বগুড়া শাখার বর্তমান কার্যকরী কমিটি দায়িত্ব গ্রহণ করে গত ৪ মে ২০১৯ একটি অভিষেক অনুষ্ঠান আয়োজন করে। তাতে বিএসএ এর বর্তমান সভাপতি ডা. দেবব্রত বনিক, মহাসচিব ডা. কাওছার সরদার, ডা. এম খলিলুর রহমান, ডা. আব্দুর রহমান, ডা. রোকেয়া সুলতানা, অধ্যাপক এবিএম মাকসুদুল আলম, ডা. একেএম ফাইজুল হক, ডা. একেএম হাবিবুল্লাহ, ডা. সাফিউল আলম, ডা. সারোয়ার জাহানসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। বগুড়া এনেসথেসিয়ার বিষয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থা তথা এনেসথেসিয়ার প্র্যাকটিস সার্জন ও ক্লিনিকের ভূমিকা এবং এনেসথেসিওলজিস্টদের ন্যায্য অধিকার তুলে ধরেন। প্রি এনেসথেসিক চেকআপ, অপারেশন থিয়েটার ও পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার এবং সার্জারীর একতৃতীয়াংশ এনেসথেসিয়ার ফি নির্ধারণে বগুড়া বিএসএ সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলে। এতে বিএসএ এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও মহাসচিব গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বগুড়া বিএমএ ভবনে ভাড়াকৃত কক্ষে বিএসএ শাখা কার্যালয় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। নিয়মিত কার্যকরী সভা ৫টি ও সাধারণ সভা ৮টি সহ ১৭৩তম বিশ্ব এনেসথেসিয়া দিবস উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালী, সেমিনার ও মধ্যাহ্নভোজ এবং মাহে রমজানে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ভবিষ্যতে আমরা এভাবেই অগ্রসর হতে পারি। বগুড়া বিএসএ এমডি এনেসথেসিয়া কোর্স বগুড়া মেডিকেল কলেজে চালু করন, কেন্দ্রীয় বিএসএ এর বার্ষিক সভায় সায়েন্টিফিক সেমিনার ১দিন এবং এজিএম পরেরদিন করার প্রস্তাব করা হয়। তাছাড়া সংবাদ সম্মেলন ও প্রি এনেসথেসিয়া চেকআপ সপ্তাহ পালনেরও প্রস্তাব করেন।

খ. রাজশাহী শাখা

বাংলাদেশ সোসাইটি অব এনেসথেসিওলজিষ্টস্-এর রাজশাহী শাখার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শাখার সচিব ডা. মো. হাবিবুল ইসলাম বলেন আমাদের বিষয়ের নাম প্রস্তাব একটি গুরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। বর্তমানে সারা বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজ, জেলা বা উপজেলা সদর হাসপাতালে পদ সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নতুন কমিটিকে কাজ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। ৬টি কার্যনির্বাহী সভা, ৪ টি সাধারণ সভা ও ক্লিনিক্যাল মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৭৩তম বিশ্ব এনেসথেসিয়া দিবস উদযাপন ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। রাজশাহী বিএসএ ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজের এনেসথেসিওলজি বিভাগের সহযোগিতায় বাংলাদেশ সোসাইটি অব এনেসথেসিওলজিস্টের আয়োজনে এবং ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন সোসাইটি অব এনেসথেসিওলজিস্ট্ (WFSA) এবং Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland (AAGBI) এর তত্ত্বাবধানে SAFE Obstetric anaesthesia ওয়ার্কশপ রাজশাহী মেডিকেল কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী বিএসএ-এর পক্ষ থেকে কিছু প্রস্তাব প্রদান করা হয় : রাজশাহী মেডিকেল কলেজে এনেসথেসিওলজি বিভাগের অধীনে আইসিইউ চালু করা হয়েছে কিন্তু প্রয়োজনীয় জনবল নাই এই বিষয়ে পদক্ষেপ নিবেন। সকল মেডিকেল কলেজে এনেসথেসিওলজি বিভাগের নাম এনেসথেসিয়া, ইনটেনসিভ কেয়ার ও পেইন মেডিসিন করা হোক। এনেসথেসিয়ার সাব স্পেশালিটিগুলোতে উচ্চতর প্রশিক্ষণে রাজধানীর বাইরের এনেসথেসিওলজিস্টরা যেন সুযোগ পান তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। পরিশেষে খুলনায় ৩৭তম বার্ষিক সভার সফল আয়োজনের জন্য রাজশাহী বিএসএ কেন্দ্রীয় বিএসএ-কে ধন্যবাদ জানান।

গ. রংপুর শাখা

বাংলাদেশ সোসাইটি অব এনেসথেসিওলজিষ্টস্-এর রংপুর শাখার পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন শাখা সভাপতি ডা. মো. সাইদুর রহমান। । ১৭৩তম বিশ্ব এনেসথেসিয়া দিবস উপলক্ষে র‍্যালী, মিষ্টি বিতরণ, বৈজ্ঞানিক অধিবেশন ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রংপুরস্থ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজে আয়োজিত হয়। নিয়মিত কার্যনির্বাহী কমিটির সভা, সাধারণ সভা, মাসিক ক্লিনিক্যাল মিটিং ও কয়েকটি সিএমই (CME) অনুষ্ঠিত ও ইফতার মাহফিল এবং বর্ণাঢ্য পিকনিকের আয়োজন করা হয় শাখার সদস্যদের পরিবারসহ পিতামাতাগণ অংশগ্রহণ করেন। এ্যানেসথেসিওলজির বিভাগীয় নাম দাপ্তরিকভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ 'এনেসথেসিয়া এনালজেশিয়া এন্ড ইনটেনসিভ কেয়ার মেডিসিন বিভাগ' করার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা সকল মেডিকেল কলেজ, হাসপাতালে জানানোর জন্য অনুরোধ করেন। আগামী বছর থেকে বিএসএ-এর এজিএম প্রথমে এবং পরে ওয়ার্কশপ করা যায় কিনা, শাখা কমিটিতে ভাইস প্রেসিডেন্ট, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি, সাইন্টিফিক সেক্রেটারি, কালচারাল সেক্রেটারি ১ জন করে এবং ৫ জন কার্যকরী সদস্যসহ পদসংখ্যা ১৩ জন থেকে ২২ জন উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়। রংপুর বিএসএ শাখা সভাপতি আরো বলেন বিএসএ এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ইতিমধ্যে জানিয়েছেন ২৭০টা মত পদসৃষ্টি হয়েছে আরো ১২১ টা প্রক্রিয়াধীন। তবে অধ্যাপকের সংখ্যা মাত্র ৮জন, এই সংখ্যার বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করছেন।

KAWSAR SARDAR
Secretary General
Bangladesh Society of Anaesthesiologists

এজন্য কেন্দ্রীয় বিএসএ এর সভাপতি ও মহাসচিবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিএসএ রংপুর শাখার সভাপতি আরো বলেন জনবল বৃদ্ধি পেলে কাজের মান বৃদ্ধি পাবে। এনেসথেসিয়ার চিকিৎসকগণই আইসিইউ সার্ভিস দিয়ে থাকে এবং আগামীতেও দিবেন তাই এই ক্ষেত্রে কিছু পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। ডিপ্লোমা পরীক্ষায় ভাল সফলতার জন্য আইটেম পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। সবশেষে শ্রীলংকার অনুরুপ বাংলাদেশেও "বাংলাদেশ কলেজ অফ এ্যানেসথেসিওলজিস্ট" (যেখান থেকে এ্যানেসথেসিওলজি বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী প্রদান করা হবে) প্রতিষ্ঠা করা এবং বিএসএ নির্বাচনে অনলাইন ভোটিং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় বিএসএ-কে অনুরোধ করেন।

ঘ. খুলনা শাখা : বাংলাদেশ সোসাইটি অব এনেসথেসিওলজিষ্টস্-খুলনা শাখার পক্ষ শাখার সচিব ডা. এসএম শামসুল আলম মাসুম প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। প্রথমে ধন্যবাদ জানান কেন্দ্রীয় বিএসএ কে এই খুলনাতে এতো বড় অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য। আমরা খুলনাতে আইসিইউ সার্ভিসের উন্নতির জন্য চেষ্টা করছি। এনেসথেসিয়ার বৈষম্য দূরকরণের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। আমরা দাবী করছি সকল প্রাইভেট হাসপাতালের লাইসেন্স রিনিউ করার সময় যেন এনেসথেসিওলজিস্টের রিপোর্ট বাধ্যতামূলক থাকে। বিএসএ খুলনা শাখার সভাপতি ডা. শেখ ফরিদ উদ্দিন বলেন এনেসথেসিয়ায় কেন ছাত্রছাত্রীরা আসে না তার কারণ বের করতে হবে। মূল কারণ হলো অর্থনৈতিক, প্রাইভেট প্র্যাকটিসে এনেসথেসিয়ার চার্জ বাস্তব সম্মত হতো তবে অনেকেই এই বিষয়ে আগ্রহী হতো। আমাদের সমন্বয়হীনতার জন্য অন্যরা সুযোগ গ্রহণ করে।

ঙ. যশোর শাখা

বাংলাদেশ সোসাইটি অব এনেসথেসিওলজিস্টস্-এর যশোর শাখার সভাপতি ডা. আবু হাসনাত মো. আহসান হাবীব সবাইকে শুভেচ্ছা জানান। বগুড়া শাখার সচিবের সাথে একমত পোষন করছি। পদ সৃজন সম্পর্কে সভাপতি যা বলেছেন তাতে আমি বলি ঐ প্রস্তাব নিয়ে যখন অধ্যক্ষের অসহযোগিতার জন্য পাঠাতে পারি নাই। ৩৯তম বিসিএস এনেসথেসিওলজিতে ডিগ্রি সম্পন্ন করাদের সদর হাসপাতালে পদায়ন করার জন্য ধন্যবাদ জানান। পদায়নে জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে আরো এনেসথেসিওলজিস্টের পদায়ানের জন্য অনুরোধ জানান। বর্তমান বিএসএ কেন্দ্রীয় কার্যকরি কমিটির এই অগ্রযাত্রাকে সাধুবাদ জানান। প্রতি মাসে নির্বাহী শাখা কমিটি'র এবং দুই মাস অন্তর অন্তর সাধারন সভা করা হয়। এ ছাড়াও বিশেষ কার্য্যক্রম হিসেবে ৩টি বৈজ্ঞানিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৭৩ তম বিশ্ব এনেসথেসিয়া দিবস উপলক্ষ্যে যশোর মেডিকেল কলেজ এর সর্বস্তরের চিকিৎসক এবং সেবিকাগণের অংশগ্রহনে একটি বর্নাঢ্য র‍্যালী ও দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা সভা এবং বৈজ্ঞানিক সম্মেলন আয়োজিত হয়। পবিত্র রমজান মাসে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয় যেখানে স্থানীয় বিএমএ-সহ সকল চিকিৎসা পেশা সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। যশোর শাখার ২০১৯ সালের মোট আয় ও পূর্বের জেরসহ ৯১৩০০ টাকা এবং মোট ব্যয় ৬৩৬০০ টাকা। বর্তমানে স্থিতি ২৭৭৭০ টাকা।

চ. চট্টগ্রাম শাখা

বাংলাদেশ সোসাইটি অব এনেসথেসিওলজিষ্টস্-চট্টগ্রাম শাখার পক্ষ থেকে বিএসএ এর সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. সারোয়ার জাহান লিখিত প্রতিবেদন পাঠ করেন। বিএসএ চট্টগ্রাম শাখা ১৯৮৪ সালে প্রথম গঠিত হয়। ১৩০ জন আজীবন সদস্যসহ মোট সদস্য সংখ্যা ২০০ জন। এনেসথেসিয়া বিষয়ে ৬টি বৈজ্ঞানিক অধিবেশন, আইসিইউ বিষয়ে একটি সিম্পোজিয়াম আয়োজিত হয়। বিশ্ব এনেসথেসিয়া দিবসে নিরাপদ এনেসথেসিয়া সম্পর্কে স্থানীয় সকল চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে অবহিত করা হয়। শাখার নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অচিরেই চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে পেইন ক্লিনিক চালুর ব্যাপারে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। আশা করি অতি সহসাই আমরা পেইন ক্লিনিক চালু করতে পারব। এই ব্যাপারে বিএসএ কেন্দ্রীয় কমিটির সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। চট্টগ্রাম শাখার উত্থাপিত প্রস্তাব সমূহ কেন্দ্রীয় বিএসএ কার্যনির্বাহী কমিটিতে বিভাগীয় প্রতিনিধিদের পদ সৃষ্টি, সমস্ত ভোটারদের তথ্য ও ভোট কার্যক্রম অনলাইন করা; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে এমডি ইন ক্রিটিকেল কেয়ার কোর্স চালু করা; সকল মেডিকেল কলেজের (সরকারী ও বেসরকারী) এনেসথেসিওলজি বিভাগের নাম দাপ্তরিক ভাবে এনেসথেসিয়া এনালজেশিয়া এন্ড ইনটেনসিভ কেয়ার মেডিসিন করা; ডিএ (ডিপ্লোমা ইন এনেসথেসিওলজি) কোর্স বিলুপ্ত করে এর সময়কাল কিছুটা বৃদ্ধি করে কোন উচ্চ মানের ডিগ্রি চালু করা; বিভাগীয় মেডিকেল কলেজগুলোতে পেইন, ক্রিটিকেল কেয়ার ও প্যালিয়েটিভ কেয়ার এর বিভাগ খোলা এবং এই বিষয়ে পদ সৃষ্টি করে এনেসথেসিওলজিস্টদের পদায়ন করা; বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে রাজধানী ছাড়াও অন্যান্য জেলার এনেসথেসিওলজিস্টদের সুযোগ সৃষ্টি করা; নিরাপদ এ্যানেসথেসিয়া সম্বন্ধে সব চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য কেন্দ্র থেকে পদক্ষেপ নেয়া; বিএসএ এর আজীবন সদস্যবৃন্দ যারা এখনো ক্রেস্ট পাননি তাদেরকে ক্রেস্ট প্রদানের ব্যবস্থা করা।

ছ. কুমিল্লা শাখা

বাংলাদেশ সোসাইটি অব এনেসথেসিওলজিষ্টস্-এর কুমিল্লা শাখার পক্ষ থেকে কেউ প্রতিবেদন পেশ করেন নি ।

জ. ময়মনসিংহ শাখা : বাংলাদেশ সোসাইটি অব এনেসথেসিওলজিষ্টস্, ময়মনসিংহ শাখার পক্ষ থেকে কেউ প্রতিবেদন পেশ করেন নি।।

ঝ. সিলেট শাখা : বাংলাদেশ সোসাইটি অব এনেসথেসিওলজিষ্টস্-সিলেট শাখার পক্ষ থেকে কেউ প্রতিবেদন পেশ করেন নি।

ঞ. দিনাজপুর শাখা : বাংলাদেশ সোসাইটি অব এনেসথেসিওলজিষ্টস্-দিনাজপুর শাখার পক্ষ থেকে কেউ প্রতিবেদন পেশ করেন নি।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত : ডা. এম আব্দুল হাই বলেন আপনারা ছাত্রদের পড়াশোনার সুযোগ করে দেন। ছাত্রদের দিয়ে অপারেশন বন্ধ করুন। সভাপতি বলেন আপনারা মন্ত্রণালয়ে লিখেন আপনাদের কার্যক্রম চালাতে জনবল প্রয়োজন। শাখা সমূহের আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলো সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয় : ১. সকল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এ্যানেসথেসিওলজি বিভাগের দাপ্তরিক নাম এনেসথেসিয়া ক্রিটিক্যাল কেয়ায় ও পেইন মেডিসিন বিভাগ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সোসাইটি থেকে সকল প্রতিষ্ঠানকে চিঠি দেওয়া হবে। ২. শাখা সমূহের কমিটির পদ সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা গঠনতন্ত্র সংশোধন কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হবে।

৩. কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট পেশ : বাংলাদেশ সোসাইটি অব এনেসথেসিওলজিস্টস্-এর কোষাধ্যক্ষ ডা. মো. আব্দুল হাই ১৪ মার্চ ২০১৯ থেকে ১০ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ সোসাইটি অব এনেসথেসিওলজিষ্ট এর আয় ও ব্যয়ের আর্থিক বিবরনী তুলে ধরেন। গত বার্ষিক সভার দাবির প্রেক্ষিতে এবার অডিট ফার্ম থেকে অডিট করানো হয়েছে। মহাসচিব বলেন গত বার্ষিক সম্মেলনের খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি হয়েছে। বর্তমানে সোসাইটির স্থিতি টাকার পরিমান ১৫৩৪৪৬৫৭। সভাপতি বলেন আমরা নিউরো ক্রিটিকেল কেয়ার কনফারেন্স, সেফ কোর্স, এফডিআর, ব্যাংক হতে লভাংশ পেয়েছি।

সভাপতি বলেন আমাদের একটি স্থায়ী অফিস নাই। ডা. এম খলিলুর রহমান বলেন অফিস কেনার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সভাপতি বলেন আজকের এই এজিএম-এ আমরা সবার অনুমতি নিতে চাই। আমরা একটি ব্যবসায়িক ভবনে ১১০০ স্কয়ার ফিটের জায়গা দেখেছি দাম ১৮০০০ টাকা স্কয়ার ফিট। আমরা আরো দেখতেছি।

সিদ্ধান্ত : সবাই জায়গা কেনার ব্যাপারে একমত হন।

৪. মহাসচিবের রিপোর্ট পেশ :

সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মহাসচিব ডা. কাওছার সরদার বিগত বছরের (২০১৯-২০২০) কর্মকাণ্ডের ওপর লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। শুরুতে তিনি বলেন গত ২২ মার্চ ২০১৯ তারিখের নির্বাচনের পরে আমি গত ২৭ জুন ২০২০ এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। এই নির্বাচনে আমাাকে নির্বাচিত করার জন্য সকলকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

২০১৯-২০২০ বৎসরের বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরন:

মাসিক সাধারন ও জরুরী সভা: জুন ২০১৯-২০২০ইং পর্যন্ত কার্যকরী পরিষদের ৮টি নিয়মিত মাসিক ও ১০টি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাসিক ও জরুরী সভায় সোসাইটির নিয়মিত কার্যক্রম ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মতামত সম্পর্কে আলোচনা গ্রহণ করা হয়। এ বছর আমাদের সহকর্মী যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং শোকার্ত পরিবারের নিকট সমবেদনা জানিয়ে শোকবার্তা প্রেরণ করা হয়।

৩৬তম বার্ষিক সম্মেলন, সাধারন সভা ও ১ম আন্তর্জাতিক নিউরো এনেসথেসিয়া ও নিউরো ক্রিটিকেল কেয়ার সম্মেলন :

১ম আন্তর্জাতিক নিউরো এনেসথেসিয়া ও নিউরো ক্রিটিক্যাল কেয়ার সম্মেলন এবং বাংলাদেশ সোসাইটি অব এ্যানেসথেসিওলজিস্ট (বিএসএ)-এর ৩৬তম বার্ষিক সম্মেলন গত ২২-২৪ মার্চ ২০১৯ বিএসএমএমইউ এবং হোটেল ইন্টার কন্টিনেটাল-এ অনুষ্ঠিত হয়। ২২ মার্চ বিএসএমএমইউ তে লাইফবক্স পালস অক্সিমিটার, ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভেন্টিলেটর এবং নিউরো সাইয়েন্সে ট্রান্সক্রেনিয়াল ডপলারের উপর ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ২২ ও ২৪ মার্চ সকাল ৯টায় শহীদ ডা. মিলন হলে এবং ২৩ মার্চ ২০১৯ হোটেল ইন্টার কন্টিনেটাল-এ বৈজ্ঞানিক অধিবেশন হয়। এতে বিদেশী ও দেশী ফ্যাকাল্টিগণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ২২ মার্চ সকাল ৯টা হতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত সোসাইটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৩২০জন ডেলিগেটসহ ৩৬০জন সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

KAWSAR SARDAR
Secretary General
Bangladesh Society of Anaesthesiologists

ওয়ার্ল্ড এ্যানেসথেসিয়া ডে উদযাপন : বাংলাদেশ সোসাইটি অব এ্যানেসথেসিওলজিষ্টস এর পক্ষ থেকে ওয়ার্ল্ড এ্যানেসথেসিয়া ডে উপলক্ষে র‍্যালী, বৈজ্ঞাণিক অধিবেশন ও ফ্যামেলী গেট টুগেদারের আয়োজন করা হয়। ১৬ অক্টোবর ২০১৯ বুধবার সকাল ৮টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে র‍্যালী এবং ডা. শহীদ মিলন হল, বিএসএমএমইউ, শাহবাগে সকাল ৯.০০টায় একটি উদ্বোধনী ও বৈজ্ঞাণিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এবারের ওয়ার্ল্ড এ্যানেসথেসিয়া ডে এর মূলপ্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো : Anaesthesiologists and resuscitation। ১৬ অক্টোবর ২০১৯, সকাল ১১.৩০টায় মিনিটে জাতীয় প্রেস ক্লাবের তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হল-এ একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। সিইও ৭১ টিভি জনাব মোজাম্মেল বাবু বলেন এনেসথেসিয়া বিষয়ের ডাক্তারগণ শুধু এনেসথেসিয়াই প্রদান করেন না তারা ইনটেনসিভ কেয়ার, পেইন মেডিসিন বিভাগ দেখেন। এই জন্য এই বিভাগের নাম এমন হওয়া উচিত যেন সাধারণ জনগণ বুঝতে পারে তাদের কাজের পরিধি। ১৭ অক্টোবর মৌলভীবাজারের হোটেল গ্রান্ড সুলতানে ফ্যামিলি গেট টুগেদারের আয়োজন ছিল। বিএসএ এর সকল শাখা সারা বাংলাদেশে একযোগে ১৭৩তম ওয়ার্ল্ড এনেসথেসিয়া ডে উৎযাপন করে। এজন্য সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন। আমরা WFSA এবং SAARC-AA-কে এই অনুষ্ঠান বিষয়ে সামগ্রিক কর্মকান্ড অবহিত করেছি। তারা বিএসএ-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

সেফ কোর্স ২০১৯ : 8th SAFE Obstetric anaesthesia Workshop : গত ২৫-২৮ নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ সোসাইটি অব এনেসথেসিওলজিস্টের আয়োজনে এবং ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন সোসাইটি অব এনেসথেসিওলজিস্ট (WFSA) এর এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত 8th SAFE Obstetric anaesthesia course ওয়ার্কশপটি রাজশাহী মেডিকেল কলেজে অনুষ্ঠিত হয় । ৪২ জন এনেসথেসিওলজিস্ট অংশগ্রহণ করেন। ৪জন বিদেশী ফ্যাকাল্টি এবং ৭ জন লোকাল ফ্যাকাল্টি প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

3rd SAFE Paediatric anaesthesia Workshop : সেফ পেড্রিয়্যাট্রিক এনেসথেসিয়া কোর্স ৩য় বারের মতো গত ৩০ নভেম্বর - ২ ডিসেম্বর ২০১৯ শেখ হাসিনা বার্ণ ও প্লাস্টিক সার্জারী ইনস্টিটিউট -এ অনুষ্ঠিত হয়। ৪২ জন এনেসথেসিওলজিস্ট অংশগ্রহণ করেন। ৪জন বিদেশী ফ্যাকাল্টি এবং ৭ জন লোকাল ফ্যাকাল্টি প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

পেইন ওয়ার্কশপ : ক. কক্সবাজার মেডিকেল কলেজের এনেসথেসিওলজি বিভাগের উদ্যোগে গত ৩ আগস্ট ২০১৯ এ ইন্টারভেনশনাল পেইনের একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। খ. ২৩-২৪ আগস্ট ২০১৯ বারডেম জেনারেল হাসপাতালে ইন্টারভেনশনাল পেইন ওয়ার্কশপ করা হয়। ছয়জন বিদেশী ফ্যাকাল্টি অংশগ্রহনে ১০০ জনকে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। গ. ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ বগুড়া বিএসএ এর উদ্যোগে নতুন কমিটির অভিষেক ও শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতলে পেইন এওয়ারনেসের উপর বৈজ্ঞানিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মেডিকেল কলেজের এনেসথেসিওলজি বিভাগের অধীনে পেইন ক্লিনিক চালুর সিদ্ধান্ত হয়।

বৈজ্ঞানিক সেমিনার : গত ফেব্রুয়ারি ২০২০ এ করোনা ভাইরাস ও লেবার এনালজেশিয়ার উপর বারডেম জেনারেল হাসপাতালে বৈজ্ঞানিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

আন্তর্জাতিক সেমিনার ও অংশগ্রহণ : গত বছর যতগুলো আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সঠিক তথ্য সোসাইটির সকল সদস্যকে সঠিকসময়ে জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তার মধ্যে এনেসথেসিয়া, পেইন, ক্রিটিকেল কেয়ার বিষয় অন্যতম। এসব সেমিনারে আমাদের অনেকেই অংশগ্রহণ করেছেন। ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড এনেসথেসিওলজি কনফারেন্সে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫০ জন অংশগ্রহন করবেন।

SAARC-AA সভা : গত ২৭ নভেম্বর ২০১৯ ব্যাঙ্গলুরুতে SAARC-AA মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও আফগানস্থানের সভাপতি/মহাসচিব অংশগ্রহণ করেন। আগামী 14th SAARC-AA সম্মেলন ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে কচি, ক্যারালা, ভারতে অনুষ্ঠিত হবে।

বিভিন্ন বিষয়ে WFSA এর স্কলারশীপ : গত বছর WFSA এর পেইন, আইসিইউ এবং রিজিওনাল এনেসথেসিয়ার ৩ টি স্কলারশিপ পেয়েছে।

সাংগঠনিক ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি বলেন বিভিন্ন সময় সকল সম্মানিত সদস্যকে তাদের সদস্যপদ নবায়ন ও আজীবন সদস্য হওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে গতবছর আজীবন সদস্য ১৫জন, নতুন ও নবায়নকৃত সদস্য সংখ্যা ১৮ জন (শাখা বিএসএ সহ) বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বক্ষণিক ভাবে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও শাখার সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এনেসথেসিয়া প্রদানকালে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হলে বর্তমান কমিটির পক্ষ থেকে যতটুকু সম্ভব সহযোগিতা করার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমানে বিএসএ ওয়েবসাইট সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ওয়েবসাইটে এখন ভিজিটর সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ওয়েবসাইটটি সবাইকে ভিজিট করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

প্রকাশনা : গত এক বছরে ১টি জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে এবং একটি মুদ্রণের অপেক্ষায় আছে।

'ডা. এসএন সামাদ চৌধুরী স্বর্ণপদক : ২০১৯-এ ডিপ্লোমায় ডা. প্রিতম দে ও এফসিপিএস-এ ডা. মোল্লা মো. রুবায়েত-কে 'অধ্যাপক এসএন সামাদ চৌধুরী স্বর্ণপদক' প্রদান করা হয়।

এনেসথেসিয়া বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ সমূহ : ক. ২০১৩ সালে (স্মারক নং৪৫.১৪৫.০১৫.০০.০১৬.২০১১-৩৭৬) একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ১৪টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ৭টি বিশেষয়িত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও সরকারী কর্মচারী হাসপাতালের জন্য রাজস্বখাতে স্থায়ীভাবে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত ৩৮১টি পদের বিপরীতে ১১৭টি পদ সৃজন হয়েছিল। ২০১৮ সালে সকল সরকারী মেডিকেল কলেজ ও ইনস্টিটিউটে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পাসকৃত ১৪৮ টি নতুন পদ অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে পাস হয়েছিল এবং তাতে পদায়নও হয়েছে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পাসকৃত বাকি ১১৬ টি পদ সৃজনের জন্য চেষ্টা চলছে। খ. ৩৯তম বিসিএস এ নিয়োগের জন্য নির্ধারিত এনেসথেসিয়া বিষয়ে ট্রেনিং বা ডিগ্রি প্রাপ্তদের প্রয়োজনীয় স্থানে পদায়নের চেষ্টা করা হয়েছিল তাতে প্রায় ৪০ জনকে পদায়ন করা হয়েছে। গ. জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের এনেসথেসিওলজিস্ট ডা. রাব্বিকুল ইসলাম রাজু গুরুতর অসুস্থ। তার চিকিৎসা সহায়তার জন্য সোসাইটির পক্ষ থেকে ১ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়াও বিএসএ এর সদস্যদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তার কাছে পৌছানো হয়।

বিএসএ এর বর্তমান কার্যকরি পরিষদ যে সমস্ত বিষয় বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে : ক. এনেসথেসিওলজি বিভাগের নাম পরিবর্তন : বিএসএ এর (২০১৯-২০২১) কার্যকরি পরিষদের প্রথম সভায় বিএসএ এর বার্ষিক সাধারণ সভার পরামর্শ ও মতামতের প্রেক্ষিতে সাবজেক্টের নাম এনেসথেসিওলজি বিষয়ের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে এই বিষয়ের নাম এনেসথেসিওলজি ক্রিটিকেল কেয়ার ও পেইন মেডিসিন নামে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে তার ক্লিনিক্যাল ও একাডেমিক কার্যক্রম চালাবে। **খ. এনেসথেসিওলজিস্টের মোট সংখ্যা নির্ণয়** : বাংলাদেশে বর্তমানে কতজন বিশেষজ্ঞ এনেসথেসিওলজিস্ট আছে তার সরকারী বা বেসরকারী এমনকি আমাদের সোসাইটির কাছেও সঠিক তথ্য নাই। কার্যকরি পরিষদের প্রথম সভায় এই সংখ্যা নিরুপণের সিদ্ধান্ত গ্রহন করি এবং তা বাস্তবায়ন করি। এ পর্যন্ত এনেসথেসিওলজি বিষয়ে বিষয়ে মোট ২২০২ জন পোস্ট গ্রাজুয়েশন সম্পাদন করেছেন। এতে ডিপ্লোমা ইন এনেসথেসিওলজি ১৫৩০ জন, এমডি ইন এনেসথেসিওলজি ১১৬ জন, এফসিপিএস ২১৩ জন, এমসিপিএস ২২৮ জন, অন্য দেশ থেকে (বিএমডিসি থেকে স্বীকৃত) ১৫ জন। **গ. ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স :** বিএসএ এর প্রথম কার্যকরী পরিষদের প্রথম সভায় আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই কার্যকরি পরিষদ প্রতি মেয়াদে দুইটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন করার। একটি হবে ইন্টারন্যাশনাল কনফরেন্স অফ এনেসথেসিওলজি এবং আরেকটি হবে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অফ ক্রিটিকেল কেয়ার ও পেইন মেডিসিন। ২০২০ সালের ১৬-১৭-১৮ অক্টোবর আমরা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অফ ক্রিটিকেল কেয়ার ও পেইন মেডিসিন কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে। **ঘ. বিএসএ এর নিজস্ব অফিস :** দীর্ঘ অনেক বছর যাবৎ বিএসএ এর একটি নিজস্ব অফিসের বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। বিএসএ এর প্রথম কার্যকরী পরিষদের প্রথম সভায় এবিষয়টি নিয়ে একটু ভিন্ন মাত্রায় আলোচনা হয়। এনেসথেসিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য সোসাইটিগুলোর সভাপতি/মহাসচিবের সাথে আলোচনা হয়েছে। তারা বেশিরভাগেই সম্মতি দিয়েছেন। বিষয়টি বাস্তবে রূপ দিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা প্রয়োজন। **ঙ. একাডেমিক :** ডিপ্লোমা কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বে বিএসএ সারা বাংলাদেশে এনেসথেসিয়া বিভাগের সহযোগিতায় একই সময়ে একই প্রশ্নের মাধ্যমে একটি মক টেস্ট গ্রহণ করা হবে। যার প্রেক্ষিতে বর্তমানে ডিপ্লোমা পরীক্ষাতে পাশের হার বাড়বে। এই সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির সকল সদস্যকে সম্মেলন সফলভাবে আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

৫. সদস্যগণের উত্থাপিত প্রস্তাব :

ডা. এবিএম সারোয়ার জাহান বলেন বিএসএ এর বার্ষিক সভায় যে সব শাখা উপস্থিত থাকে না তাদেরকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া উচিত। ডা. মেহেদী হাসান বলেন সায়েন্টিফিক সেমিনারের বার্ষিক একটি ক্যালেন্ডার থাকা উচিত।

সিদ্ধান্ত : শাখা কমিটিগুলোকে অবশ্যই কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হবে। সায়েন্টিফিক সেক্রেটারিকে বিষয়টি অবহিত করা হবে।

KAWSAR SARDAR
Secretary General
Bangladesh Society of Anaesthesiologists

৬. বিবিধ:

ডা. এটিএম বশির বলেন ওয়াকশর্প দ্বিতীয় দিনে রাখার এবং এজিএম প্রথম দিন রাখার। ডিপ্লোমা পরীক্ষায় যারা অল্প নম্বরের জন্য পাশ করে না তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করা যায়।

ডা. মেহেরুল আলম মিশু বলেন বগুড়া থেকে নন ডিগ্রিপ্রাপ্তদের যাতে সহযোগি সদস্য করা যায়।

ডা. পারভেজ কায়সার বলেন যারা ডিপ্লোমা করেছেন তারা সরাসরি এফসিপিএস বা এমডি পার্ট ২ তে সরাসরি ভর্তির কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

৭. সভাপতির সমাপণী বক্তব্য : সোসাইটির সভাপতি ডা দেবব্রত বনিক সমাপণী বক্তব্যে এই সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করার জন্য উপস্থিত সকলকে এবং সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান, বিশেষ করে এই বিএসএ খুলনা শাখাকে তারা এতো সুন্দর আয়োজন করার জন্য। এনেসথেসিয়া বিষয়ে আরো নিয়মানুবর্তী, মনযোগী ও একজন ফিজিশিয়ান হবার জন্য সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। সোসাইটির উন্নতির লক্ষ্যে আন্তরিক ও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সভায় উপস্থিত সদস্যদের নাম :

১. ডা. দেবব্রত বনিক	২৭. ডা. হাবিবুল ইসলাম	৫৪. ডা. শেখ এ প্রিন্স	৮০. ডা. শপন কুমার মন্ডল
২. ডা. কাওছার সরদার	২৮. ডা. রাজু আহমেদ	৫৫. ডা. সুহাশ রঞ্জন হালদার	৮১. ডা. মো. এ মান্নান শেখ
৩. ডা. মো. আব্দুল হাই	২৯. ডা. ওমর ফারুক রায়হান	৫৬. ডা. মো. মনিরুজ্জামান	৮২. ডা. দিলিপ কুমার বিশ্বার
৪. ডা. আমির হোসাইন রাহাত	৩০. পার্থ প্রতিম সেন	৫৭. ডা. মো. মোসলেমা পারভীন	৮৩. ডা. সুনিল কুমার বিশ্বাস
৫. ডা. একেএম ফাইজুল হক	৩১. ডা. এসএম ইকবাল কবির	৫৮. ডা. ডা. কাজী নূরজাহান	৮৪. ডা. শেখ মো. আবু তাহের
৬. ডা. মো. জাবেদ	৩২. ডা. একেএম হাবিবুল্লাহ	৫৯. ডা. লিপিকা রায়	৮৫. ডা. রাগীব মুঞ্জুর
৭. ডা. মো, সারওয়ার আলম সবুজ	৩৩. ডা. মো. জুবায়ের আলী শেখ	৬০. ডা. তাইফুর রহমান	৮৬. ডা. ইন্দ্রনীল স্যানাল
৮. ডা. গৌতম কুমার বিশ্বাস	৩৪. ডা. হাসান মো. মোকতাদির	৬১. ডা. মো. মিজানুর রহমান	৮৭. ডা. সামিউর রশিদ
৯. ডা. মো. মনিরুল ইসলাম	৩৫. ডা. মোরশেদুল আলম	৬২. ডা. চন্দ্র শেখর কর্মকার	৮৮. ডা. শরিফ উদ্দিন
১০. ডা. খন্দকার আল হেলাল দিদারুল আলম	৩৬. ডা. মোহাম্মদ আলী টিপু	৬৩. ডা. মাহফুজুল ইসলাম চৌধুরী	৮৯. ডা. ইমতিয়াজ
১১. ডা. এএইচএম আহসান হাবীব	৩৭. ডা. মোস্তাফিজুর রহমান মিথু	৬৪. ডা, আশরাফ আলী হাওলাদার	৯০. ডা. এসএম মোস্তাফিজুর রহমান
১২. ডা. মো. সাইদুর রহমান	৩৮. ডা. মো. জোবায়ের ইসলাম	৬৫. ডা. রেজাউল হক	৯১. ডা. সৈয়দ তোফায়েল
১৩. ডা. এজেএম শাফিউল আলম শাহ	৩৯. ডা. কামাল আহমেদ চৌধুরী	৬৬. ডা. ফরহাদ রেজা	৯২. ডা. মো. আসিফ মাহমুদ
১৪. ডা. মো. পারভেজ কায়সার	৪০. ডা. ধীরেন্দ্রনাথ রায়	৬৭. ডা. সমিরন কুমার কুন্ডু	৯৩. ডা. সাবিহা
১৫. ডা আবু তাহের মিন	৪১. ডা. একেএম তানভিরুল হক	৬৮. ডা. মো. সাইফুল ইসলাম	৯৪. ডা. কাজী মাহজাবিন অরিন
১৬. ডা. খন্দকার মেহেদী হাসান	৪২. ডা. মিথুন মাহবুব খান	৬৯. ডা. আশিকুল মুহিত খান	৯৫. ডা. রোকসানা সুলতানা
১৭. ডা. শরিফ শামিরুল আলম	৪৩. ডা. মো. খিজির হোসাইন	৭০. ডা. মেহেদী আহমেদ	৯৬. ডা. মোহাম্মদ ওয়ালী-আল-বারী
১৮. ডা. সুশাংশ শেখর মালাকার	৪৪. ডা. মো. দিদার ই-ইলাহী ইমু	৭১. ডা. আনজার কুমার দাস	৯৭. ডা. রওনক শহিদ
১৯. ডা. শফিউল আলম শাহীন	৪৫. ডা. সুজয় ঘের	৭২. ডা. মো. কামাল হোসাইন	৯৮. ডা. ফারুক আহমেদ
২০. ডা. আবুল কালাম আজাদ	৪৬. ডা. প্রিয় গোপাল বিশ্বাস	৭৩. ডা. মেহেদী হাসান	৯৯. ডা. এএফএম আশিকুল হক
২১. ডা. মো. মুনজুর হোসেন	৪৭. ডা. আশিশ কুমার দেবনাথ	৭৪. ডা. তাহেদুর রহমান	১০০. ডা. তারিকুল ইসলাম
২২. ডা. মো. ওয়াহিদুজ্জামান	৪৮. ডা. বদরউদ্দিন আহমেদ	৭৫. ডা. সাদিয়া আফরিন লোপা	১০১. ডা. আশফাকুল ইসলাম
২৩. ডা. মেহেরুল আলম মিশু	৪৯. ডা. এসএম শামসুল আলম	৭৬. ডা. মিলি দত্ত	
২৪. ডা. মো. রফিকুল ইসলাম	৫০. ডা. সতেন্দ্রনাথ বাসু	৭৭. ডা. কানচন সুত্রাধর	
২৫. ডা. এটিএম বশির আহমেদ	৫১. ডা. এবিএম সারোয়ার জাহান	৭৮. ডা. মো. এ মালেক	
২৬. ডা. সুমিত কুমার বিশ্বাস	৫২. ডা. মো. মনিরুজ্জামান	৭৯. ডা. শেখ আরাফাত	
	৫৩. ডা. এম খলিলুর রহমান		

KAWSAR SARDAR
Secretary General
Bangladesh Society of Anaesthesiologists